ইত্তেফাক

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

শিক্ষাখাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে ৩৯১ কোটি টাকার বাজেট

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

॥ চট্টগ্রাম অফিস ॥

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২০০৬-০৭ অর্থবছরের জন্য ৩৯০ কোটি ৮১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকার বাজেট গতকাল সোমবার পেশ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেট উত্থাপনকালে মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী বলেছেন, নতুন বাজেটে এবারও নগরীর শিক্ষা খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

(১ম পৃঃ ৬-এর কঃ দঃ)

শিক্ষাখাতকে অগ্রাধিকার

(প্রথম পৃঃ পর)

স্বল্পোন্নত জনগোষ্ঠীর আবাসন, সর্বস্তরের নগরবাসীর আবাসন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি। এটি ছিল মেয়র মহিউদ্দিন প্রণীত সিটি কর্পোরেশনের ত্রয়োদশ বাজেট।

মেয়র বলেন, বিদেশী আর্থিক সহায়তায় তিনি যে, ১৭টি প্রকল্প গ্রহণ করেছেন তাতে সরকারী অর্থের প্রয়োজন নেই। শুধু দরকার অনুমোদন। তিনি সিটি গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠায় তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখারও অঙ্গীকার করেন।

ঘোষিত নতুন উদ্বৃত্ত বাজেটে নিজস্ব উৎসে মোট প্রাপ্তি দেখানো হয়েছে ২০৮ কোটি ২৬ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। সেইসাথে ত্রাণ সাহায্য প্রাপ্তি দেখানো হয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা। উন্নয়ন অনুদান প্রাপ্তি দেখানো হয়েছে ১৬২ কোটি টাকা। অন্যান্য উৎস থেকে আয় দেখানো হয়েছে ২০ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। নতুন বাজেটের উল্লেখযোগ্য ব্যয়বরাদ্দসমূহ হচ্ছেঃ বেতন-ভাতা ও পারিশ্রমিক খাতে ৬৭ কোটি ২৮ লাখ টাকা। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে ২০ কোটি ১৭ লাখ টাকা। বিদ্যুৎ জ্বালানি ও পানি খাতে ২০ কোটি ৫৫ লাখ টাকা। কল্যাণমূলক খাতে ৫ কোটি ২৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা। বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা খাতে ১ কোটি ৮৬ লাখ ২০ হাজার টাকা। ফিস, বৃত্তি ও পেশাগত ব্যয় ৪৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। প্রশিক্ষণ ব্যয় ১৭ লক্ষ টাকা। ত্রাণ ব্যয় ৫০ লক্ষ টাকা

সিটি কর্পোরেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বাজেট অধিবেশনে ২০০৫-০৬ সালের সংশোধিত বাজেট ২৫৪ কোটি ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ওয়ার্ড কমিশনারদের সর্বসম্মতিতে পাস করা হয়। ২০০৫-০৬ সালের প্রস্তাবিত বাজেট ছিল ৩৮৭ কোটি ৫৩ লক্ষ ২২ হাজার টাকা।

বাজেট বক্তৃতায় সিটি মেয়র আরো বলেন, জাতীয় আয়ের ৭০ শতাংশ যোগান দেয় চট্টগ্রাম। অথচ বর্তমান জোট সরকার আশ্বাসের মধ্যেই চট্টগ্রামের উন্নয়নকে সীমাবদ্ধ রেখেছে। নতুন বন্দর গড়ার ক্ষেত্রে কারো কোন আগ্রহ নেই। কর্ণফুলী নদীতে ড্রেজিং করার কোন বাস্তব পরিকল্পনা নেই। কর্ণফুলী নদীর ওপর ঝুলন্ত ব্রিজ তৈরির কোন ইচ্ছা প্রতিফলিত হচ্ছে না। চট্টগ্রামে পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকটের সমাধানে সরকারের মাথাব্যথা নেই। বন্দরের অর্থায়নে ৭৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন জাতীয় স্থাপনা 'নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল' ভোগ দখলের স্বপ্ন দেশপ্রেমিক জনতা কোনো মহলকে বাস্তবায়ন করতে দেবে না। মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পৌরকর বাবদ বছরে সিটি কর্পোরেশনের ৪৫ কোটি টাকা পাওয়ার কথা থাকলেও সেক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ১০ কোটি টাকা। তদনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বকেয়া কর বাবদ পাওনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৪৩ কোটি টাকা।

বিদেশী অর্থায়নে ১৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা তুলে ধরতে গিয়ে মেয়র বলেন, নগরীতে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়ছে। এই ১৭টি প্রকল্প নেয়া হয়েছে ভবিষ্যতের ১ কোটি নগরবাসীর কথা চিন্তা করে। প্রকল্পগুলো হচ্ছেঃ ৫৪০ কোটি টাকা খরচে সদরঘাট থেকে কালুরঘাট পর্যন্ত দুই স্তর বিশিষ্ট মহাসড়ক নির্মাণ, ২৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে দেওয়ানহাট থেকে সিইপিজেড পর্যন্ত ফ্লাইওভার নির্মাণ, ৯৩৫ কোটি টাকা খরচে ১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ মেরিন ড্রাইভওয়ে নির্মাণ, এবং কান্ট্রি সাইডে মনোরেল সার্ভিস চালু, নগরীর বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণে বিভিন্ন স্থানে ৫৮০ কোটি টাকা খরচে প্রতিটি ১০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ১০টি বিদ্যুৎ ইউনিট স্থাপন, ৬৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম নগর স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে ১ হাজার শয্যার হাসপাতাল নির্মাণ, গার্মেন্টস্ শিল্পে কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের জন্য সিইপিজেড-এর কাছে ১শ কোটি টাকা ব্যয়ে গার্মেন্টস্ ভিলেজ স্থাপন, টাইগারপাসে কর্পোরেশনের নিজস্ব জায়গায় ৬৯১ কোটি টাকা খরচে পাঁচতারা হোটেল নির্মাণ, নগরীর পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে ৫৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে বে-রিপোর্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন, স্যাটেলাইট টাউন নির্মাণ, চাক্তাই খালের পুরনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে খালের মুখে স্লুইচ গেইট স্থাপন করে মালামাল পরিবহনের জন্য সাম্পান চলাচলের উপযোগী করা।